শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

পাতালঘর

চিত্রনাট্য ও ছবি সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

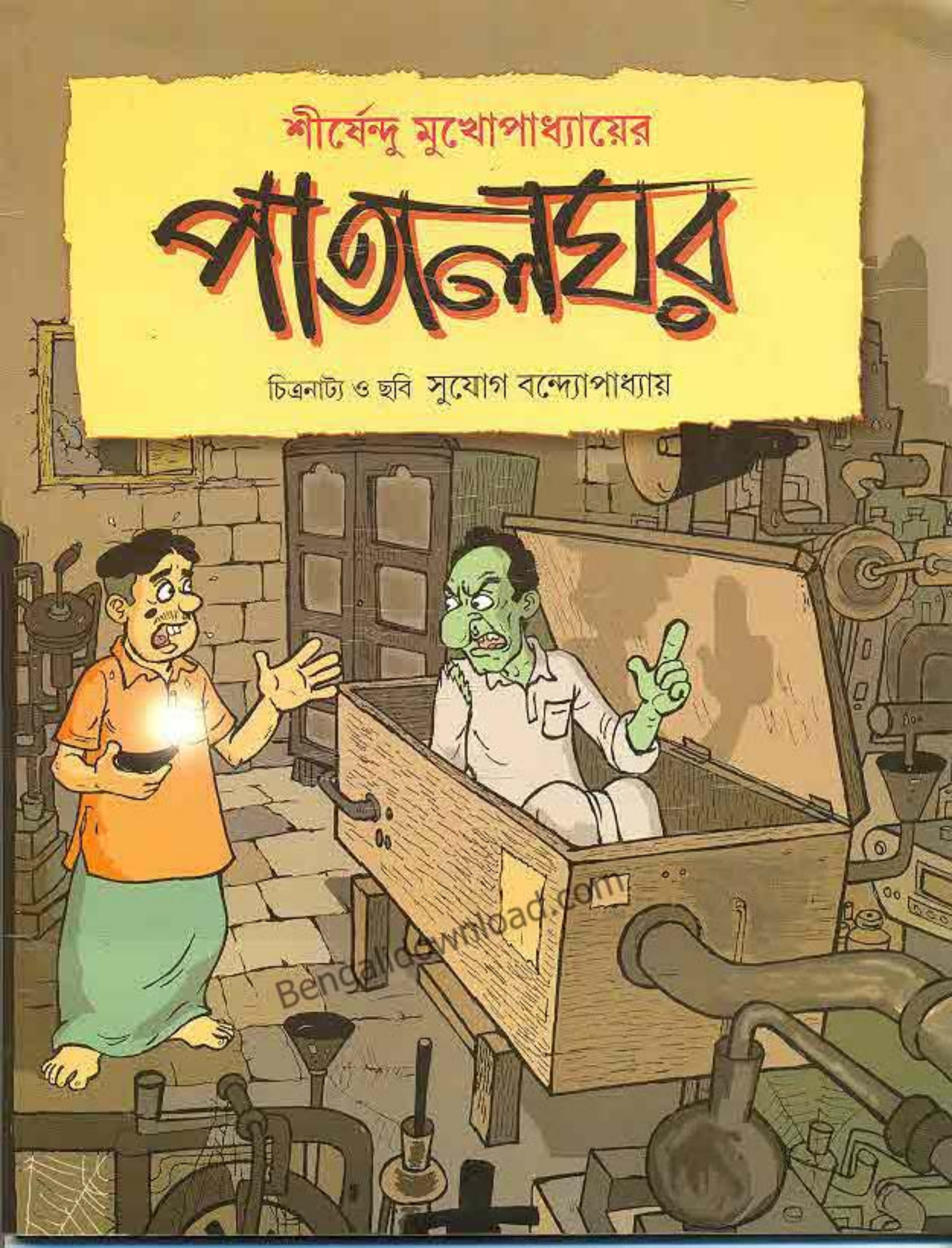

Bengalidownload.com

পাতলঘর

Bengalidownload.com

প্রথমে একটা হোটেলে উঠব! তারপর একটা ভাড়া বাড়ি খুঁজতে হবে।
নন্দপ
চড়ে তো বসলেন! কোথায় যাবেন বাবু?
নন্দপুর
ভালো একটা হোটেলে নিয়ে চলো। ক-দিন থাকতে হবে।
হোটেল খুঁজছেন? থাকবেন বলে??
নন্দপুরে? খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক হ্যা হ্যা হ্যা
হ্যা হ্যা
হোটেলে থাকব শুনে অসভ্যের মতো হাসছ কেন??
নন্দপুরে এর চেয়ে ভালো হোটেল পাবেন না! থাকবেন নাকি??
!
হিন্দু হোটেল
নন্দপুর হুগলী
মাছ ভাত দশ টাকা
এই মরেছে! তাহলে তো ভাড়াবাড়ির সন্ধান করতে হবে!
ঠিকুজিকুষ্ঠি না দেখে কাউকে বাড়ি ভাড়া দিই না! বেরোও!!
পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে হাজির হলেই হল! যত্তসব!
দড়াম
!

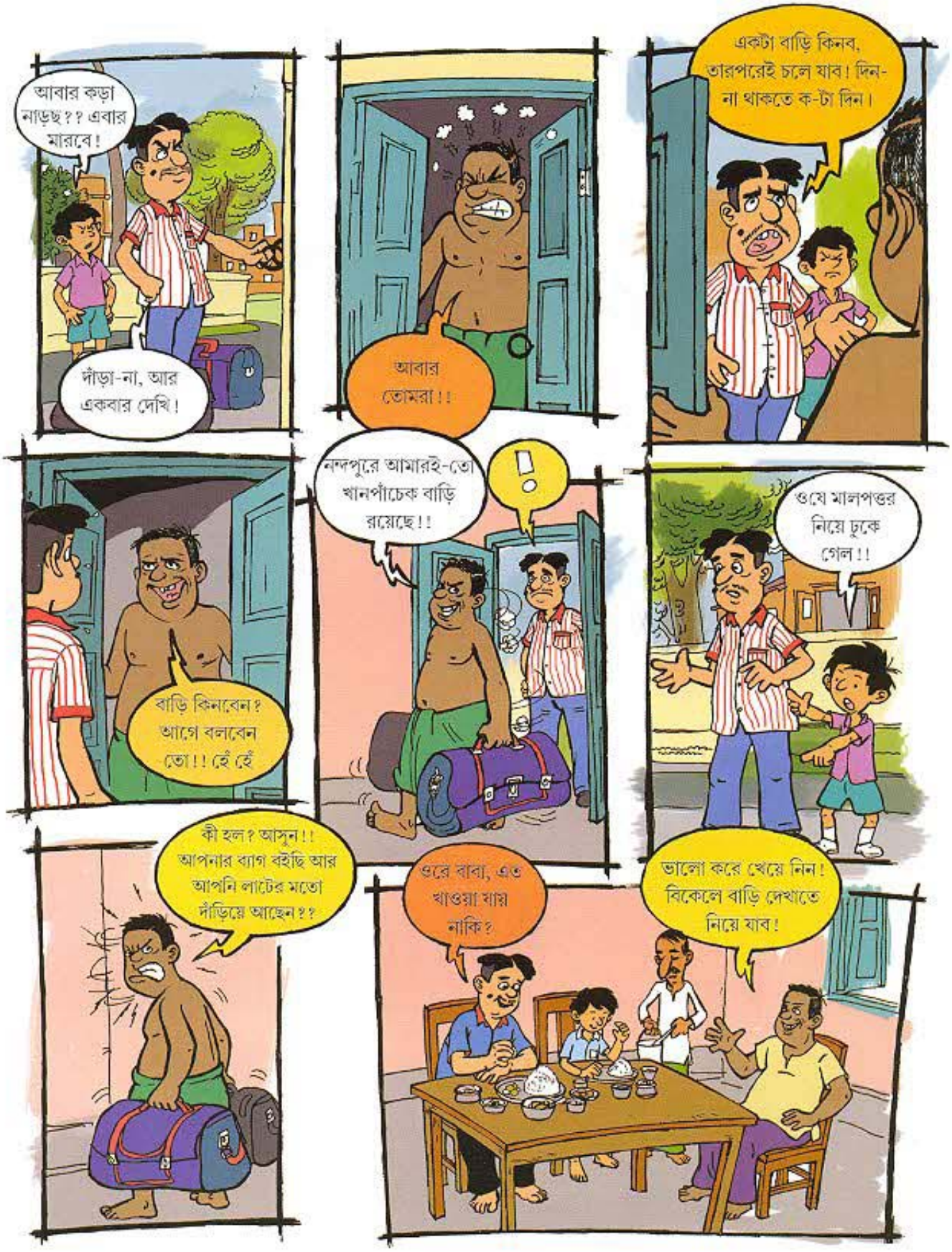
আবার কড়া নাড়ছ?? এবার মারবে!
দাঁড়া-না, আর একবার দেখি!
আবার তোমরা!!
একটা বাড়ি কিনব, তারপরেই চলে যাব! দিন-না থাকতে ক-টা দিন।
বাড়ি কিনবেন? আগে বলবেন তো!! হেঁ হেঁ
নন্দপুরে আমারই-তো খানপাঁচেক বাড়ি রয়েছে!!
!
ওযে মালপত্তর নিয়ে ঢুকে গেল!!
কী হল? আসুন!! আপনার ব্যাগ বইছি আর আপনি লাটের মতো দাঁড়িয়ে আছেন??
ওরে বাবা, এত খাওয়া যায় নাকি?
ভালো করে খেয়ে নিন! বিকেলে বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব!

মামা, একটা কথা বলব?
কী বল-না!
হ্যাঁ গো, এটা আবার ভূতের বাড়িটাড়ি নয় তো??
অ্যাঁ?? কী বললে?! কী বললে??

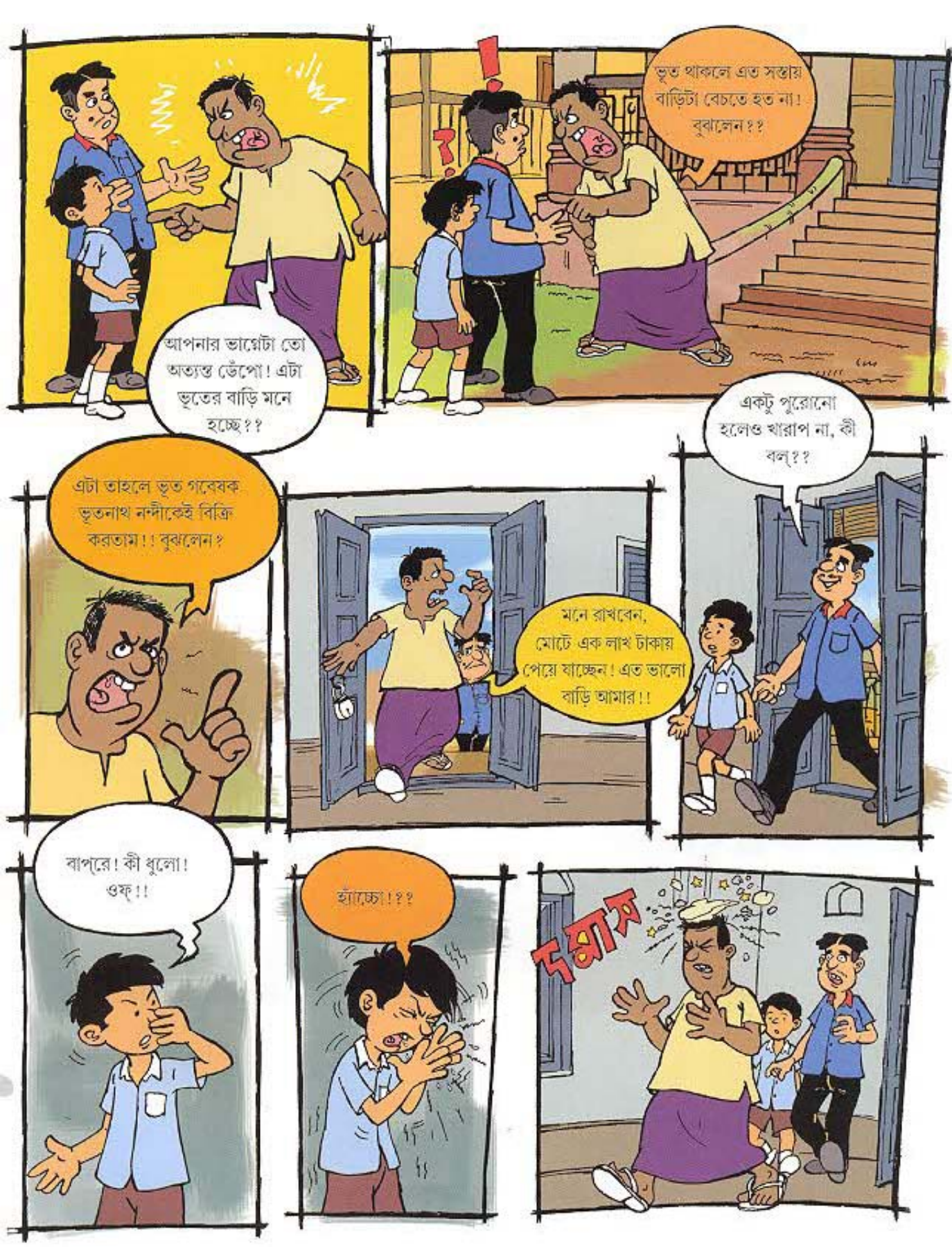
আপনার ভাগ্নেটা তো অত্যন্ত ভেঁপো! এটা ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে??
?
!
ভূত থাকলে এত সস্তায় বাড়িটা বেচতে হত না! বুঝলেন??
একটু পুরোনো হলেও খারাপ না, কী বল্??
মনে রাখবেন, মোটে এক লাখ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন! এত ভালো বাড়ি আমার!!
এটা তাহলে ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দীকেই বিক্রি করতাম!! বুঝলেন?
বাপ্‌রে! কী ধুলো! ওফ্!!
হাঁচ্চো!??
দমাস

লোকটা কীরকম ট্যারা হয়ে গেছে, মামা!!
কী কেলেঙ্কারি!! হাঁচির শব্দে মাথায় চাঙড় খসে পড়ল!!
নিশ্চয় ঢোকার সময় ওদিকে তাকিয়েছিলাম!
কোন দিকে??
কী বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না!!
অত বুঝে আর কাজ নেই। মোদ্দাকথা, সস্তায় বাড়ি পাচ্ছেন। একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নেবেন। ব্যস্!
সুবুদ্ধি সাতপাঁচ ভেবে বাড়িটা কিনেই ফেলল।
এবার একটা ভালো রাজমিস্ত্রির খোঁজ করতে হবে, বুঝলি
রাজমিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া গেল...
তা আপনার কি মাথার ব্যামোট্যামো আছে নাকি??
ওই বাড়ি কেউ পয়সা দিয়ে কেনে?? আপনার অনেক টাকা, না??
কেন বলুন তো?? কী হয়েছে?!
ক-টা দিন থাকুন-না, তাহলেই বুঝবেন!

!?!
তবে, ওই কথাই রইল। বাড়ি সারিয়ে দেব। তবে, মোটা খরচ পড়বে, এই বলে দিলুম।
বুঝতেরি, বাড়িটা কিনে দেখছি জীবনটাই ঝকমারি হয়ে গেল!!
রাজমিস্ত্রির কথা শুনে তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল, মামা?
নাহ্, চাভ্ভি খরচ হবে শুনে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে!!
পরদিন সকালে রাজমিস্ত্রি তার দলবল নিয়ে হাজির...
যে-বাড়িতে কাজে যাচ্ছো সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাবে না। খবরদার! খুব বিপদ!
বাড়িটা একটু পুরোনো এই যা। কিন্তু... মানে...

Bengalidownload.com

বাবারে গেলুম রে!! কী যন্ত্রণা!! বাবারে!! শিরদাঁড়াটা মচকে গেছে মনে হচ্ছে...?
তাহলে আমার বাড়ি সারাবার কী হবে??
শুরুতেই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড! শুনুন মশাই, কাজটাজ আর হবে না। বন্ধ! বুঝলেন??
তা আমি কী জানি? পাঁচুই ছিল আমার বলভরসা! আপনার অলুক্ষুণে বাড়িতে এসে আমার মহা ক্ষতি হয়ে গেল!
ধ্যাৎতেরি! বাড়ি কিনে কী ঝামেলারে বাবা!
কিন্তু মামা, ওই ফাঁপা মেঝের নীচে গুপ্তধন-টন থাকতে পারে!!
পাশের বাড়ির বারান্দায়...
হেঁ হে! পাশের বাড়ি নতুন লোক এসেছে মনে হচ্ছে!! শব্দ পাচ্ছি!!

নরহরি বাবু চোখ রাঙিয়ে পচা বাড়িটা বিক্রি করে দিল!!
শোনো মামা, একটা চৌকি কিনে থাকতে আরম্ভ করি।
পুরোনো তো কী হয়েছে? এসব বাড়িতে আবার গুপ্তধন-টন পাওয়া যায়!!
গুপ্তধনের নিকুচি করেছে! চল্, বাজারে চল্ দেখি!
সুবুদ্ধি আর তার ভাগ্নে বাজার থেকে চৌকি কিনে ফেলল...
সামনের মোড়ে ডানদিকের দ্বিতীয় বাড়ি...
ওরে বাবা সেতো ওই বাড়ির, থামো...
এখানে চৌকি রেখে গেলে একটি পয়সাও দেব না তোমাকে!
ধুমাস
ধাঁই
পয়সার নিকুচি করেছে!!

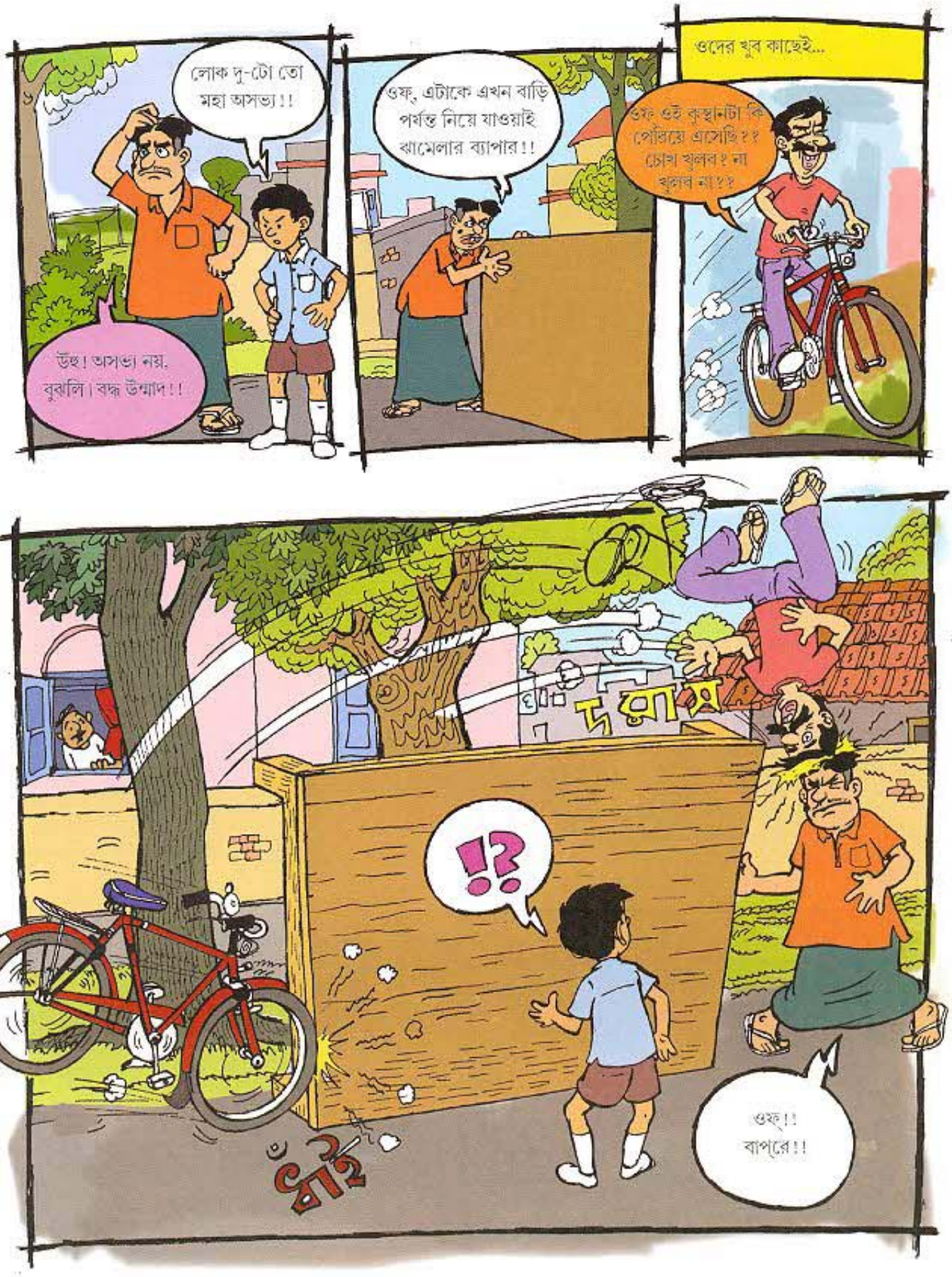

লোক দু-টো তো মহা অসভ্য!!
উহু! অসভ্য নয়, বুঝলি! বদ্ধ উম্মাদ!!
ওফ, এটাকে এখন বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই ঝামেলার ব্যাপার!!
ওদের খুব কাছেই...
ওফ ওই কুস্থানটা কি পেরিয়ে এসেছি?? চোখ খুলব? না খুলব না??
দড়াম
!?
ধাঁই
ওফ্!! বাপরে!!

Bengalidown.com

রাস্তার বাঁদিকে যাচ্ছি! সাবধানে কিন্তু। হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে আসবেন না!
এই যে, নতুন এসেছেন তো! হেঁ হেঁ!! নন্দপুরের নয়...
বাজারটা সেরে এসো! বাজারের লোকের কাছ থেকে জানা যেতে পারে!!
না, না, এ মোটে ভালো কথা নয়। নিশ্চয় চোখের কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে নন্দপুরে।

নতুন ভাড়াটে ঠিকই! কিন্তু নন্দপুরের লোক নই বুঝলেন কী করে?
ও দেখলেই জানা যায়! ওর জন্যে চোখকান খোলা রাখা চাই!!
আচ্ছা, এখানে সবাই চোখ বন্ধ করে হাঁটে কেন??
চোখ বুজে হাঁটবে না?? আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যে??
কথাটার মানে বুঝলি??
কিছুমাত্র না!!
মনে হচ্ছে এও বদ্ধ পাগল!!
বলি দু-জন মিলে কী গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছেন??
বলছি, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তো কী হয়েছে বুঝলাম না কিন্তু!!
বুঝবেন, বুঝবেন!! নিজেরাই বুঝতে পারবেন! হে হে হে হে...

কিছুক্ষণ পর থেকেই নানা ঘটনা ঘটতে লাগল! প্রথমেই সবজি বাজারে সুবুদ্ধির পকেটমার হয়ে গেল...

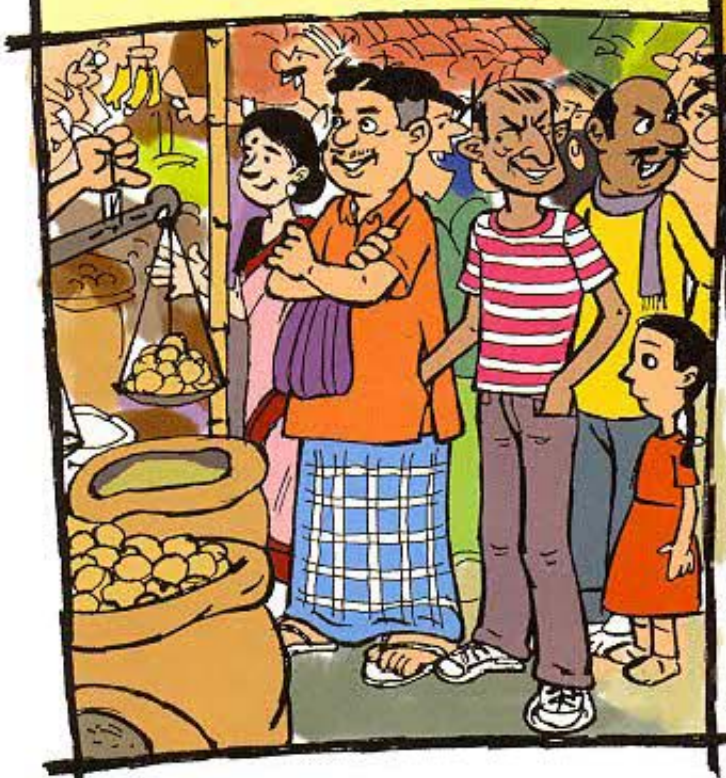

বাড়িতে ভাগ্নে কার্তিক ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বোলতার চাকে ঘা দিয়ে একটা বিপত্তি বাধালো....

বাজার থেকে ফেরার পথে ষাঁড়ে তাড়া করল সুবুদ্ধিকে...

তারপর দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে চিতপটাং...

ওফ্, ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে... বাপরে... হাঁটুটা গেছে! তুই এখানে বসে আছিস?
বসে আছি কি সাধে! ঝুল পরিষ্কার করতে গিয়ে বোলতার কামড় খেয়েছি! কী জ্বালা!!
হি হি হি হি খ্যাঁক খ্যাঁক হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ
নতুন প্রতিবেশি হেনস্থা হয়েছে শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছেন?!!? চমৎকার!!
এখনও ব্যাপারটা বুঝলে না দেখে হাসছি!! আমাকে এই পরগনায় সবাই একডাকে চেনে!! আমার নাম কী জানো? জানো না তো...
শ্রী অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস! সকালবেলা আমার মুখ দেখলে আর রক্ষে নেই!! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!!
!?
ওই যে দেখছ, ছেলে বুড়ো সবাই চোখ বুজে হাঁটছে— সবই আমার জন্যে!! বুঝলে??
এই যে বাজারে গিয়ে তোমার এই হেনস্থা কিংবা তোমার ভাগ্নেকে বোলতা কামড়ানো— সবই আমার কৃতিত্ব!!

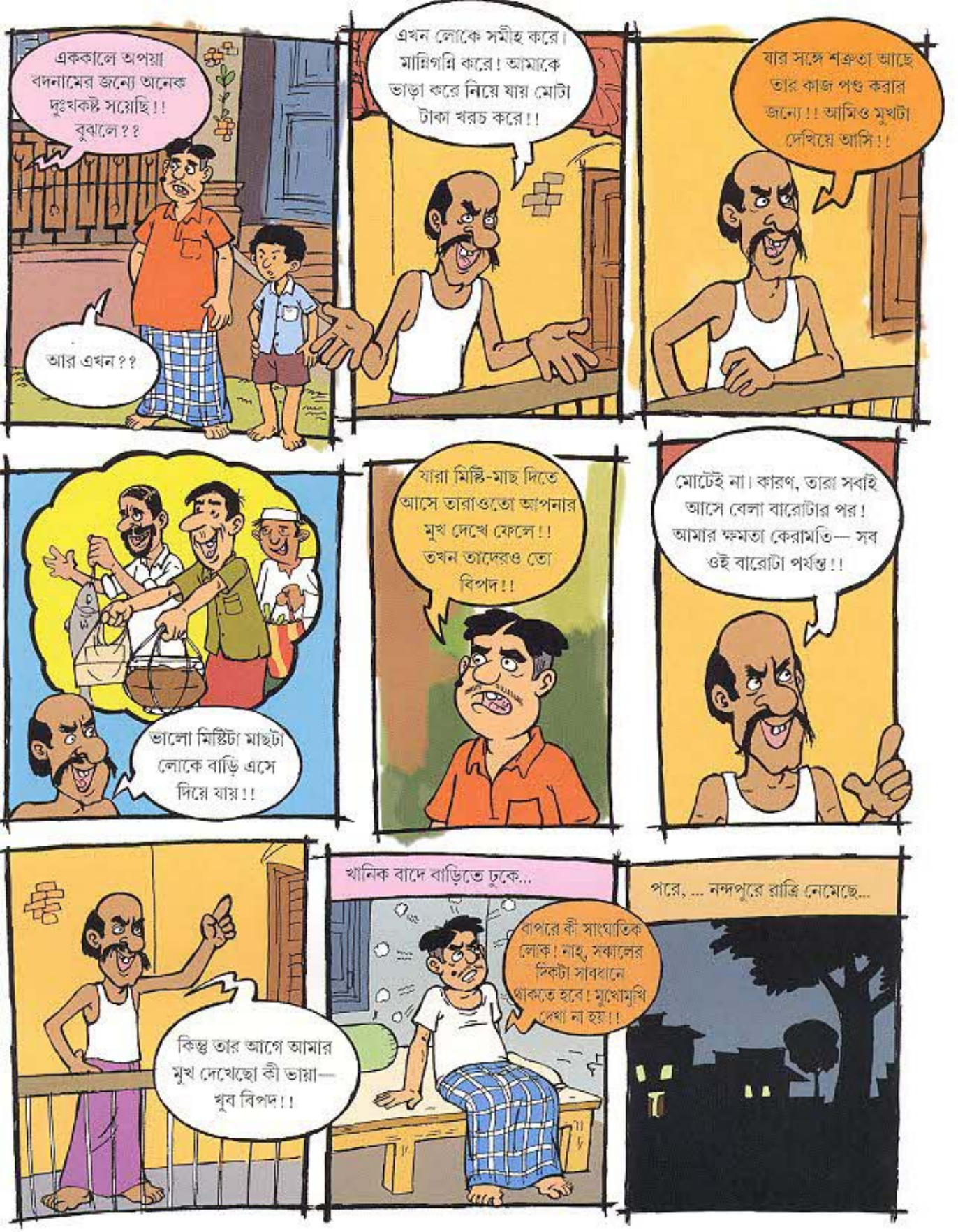
এককালে অপয়া বদনামের জন্যে অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছি!! বুঝলে??
আর এখন??
এখন লোকে সমীহ করে। মান্নিগন্নি করে! আমাকে ভাড়া করে নিয়ে যায় মোটা টাকা খরচ করে!!
যার সঙ্গে শত্রুতা আছে তার কাজ পণ্ড করার জন্যে!! আমিও মুখটা দেখিয়ে আসি!!
ভালো মিষ্টিটা মাছটা লোকে বাড়ি এসে দিয়ে যায়!!
যারা মিষ্টি-মাছ দিতে আসে তারাওতো আপনার মুখ দেখে ফেলে!! তখন তাদেরও তো বিপদ!!
মোটেই না। কারণ, তারা সবাই আসে বেলা বারোটার পর! আমার ক্ষমতা কেরামতি— সব ওই বারোটা পর্যন্ত!!
কিন্তু তার আগে আমার মুখ দেখেছো কী ভায়া— খুব বিপদ!!
খানিক বাদে বাড়িতে ঢুকে...
বাপরে কী সাংঘাতিক লোক! নাহ্, সকালের দিকটা সাবধানে থাকতে হবে! মুখোমুখি দেখা না হয়!!
পরে, ... নন্দপুরে রাত্রি নেমেছে...

নন্দপুরের বিখ্যাত তার্কিক হল দ্বিজপদ...
দ্বিজপদর এখন প্রচণ্ড মেজাজ গরম....
দূর দূর অপদার্থ! একটা তর্ক করার মতো লোক নেই। এইজন্যে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে!!
ইউরেকা!! ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দী।
ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দী নরেন বক্সির বাড়ি কিনে নন্দপুরেই রয়েছেন। ভূত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।
দ্বিজপদ ভাবল ভূত গবেষক ভূতনাথের সঙ্গেই একচোট তর্ক করা যেতে পারে!! দ্বিজপদ ভূতনাথের বাড়ির দরজার কাছে এল...
বাব্বা, এতো দেখছি আলকাতরার মতো অন্ধকার!!
ভূতনাথবাবু আছেন নাকি??
কেউ কোথাও নেই! আশ্চর্য!!
অঘোর সেনের বাড়িটা কোথায়? জানেন??

অঘোর সেন??? এই নামে কেউ-তো নন্দপুরে থাকে না!
থাকেন নয়, থাকতেন! অঘোর সেন অনেকদিন আগেই মারা গেছেন!
আমি তার বাড়িটা খুঁজছি! আর আমি জানি অঘোর সেনের বাড়ি নন্দপুরেই!!
দ্বিজপদ তর্কের গন্ধ পেয়েছে।
ভুল জানো! আর এটা ভূতনাথবাবুর বাড়ি...
Bengalidownload.com
ওক্....
দ্বিজপদর কপালে জুটল একটি মোক্ষম লাথি...
দমাস

যাঃ বাড়ি যা! একদম বিরক্ত করবি না...
এই যে যাচ্ছি!!
দ্বিজপদ দৌড়ে বটকেষ্টর মনোহারি দোকানে পৌঁছে গেল...
বটকেষ্ট স্টোর্স
বাবারে বাবা... বাঁচাও... গেলুম গো!!
কি হলো কী? ভরসন্ধে বেলা দৌড়োচ্ছ কেন?
সাধে কি দৌড়োচ্ছি! কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছি... ওফ্!
এখনও গলাটা ব্যাথা করছে! কি জোরে ধরেছিলো, বাপরে...
কিসে ধরেছিলো? অজগর সাপ!? যাঃ পেঁচিয়ে ধরেও ছেড়ে দিলো?! যাঃ সর্পকুলের কুলাঙ্গার!
বাজে বোকো নাতো! সাপ নয়, খুনে ডাকাত!! বুঝলে!!
ইস্, কি অপদার্থ! মুখে চুনকালি দেওয়া উচিত! ছে ছে...
অপদার্থ!! কে অপদার্থ?
ডাকাতটার কথা বলছি আর কি!!
তোমাকে বাগে পেয়েও হাতছাড়া করে ফেলল!!

দ্বিজপদর কাছে সব শুনে বটকেষ্ট তাকে সমাজ মিস্তিরের কাছে নিয়ে এলো। মিস্তিরজ্যাঠা এ তল্লাটের পুরোনো লোক।

অন্য সময় হলে দ্বিজপদ এই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত। প্রমাণ করে দিত গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর! কিন্তু এখন ধোলাই খেয়ে তার মাথা কাজ করছে না।

মিস্তিরজ্যাঠাকে সব খুলে বলল দ্বিজপদ...

ভূতনাথের কোনো বিপদ-আপদ হল না তো?? মরেচে!!
দাঁড়াও তো! টর্চ আর লাঠিটা নিয়ে দেখি!!
বলছিলাম কি, লোকটার সঙ্গে আমরা তিনজন কি পেরে উঠব!!? মানে... বিপদ...
তোমার কি ধারণা দ্বিজপদকে মারধোর করবার পর লোকটা ওখানে থাপন জুড়ে বসে আছে???
অতখানিটা দুধ খেয়ে এক্ষুনি মারামারি করতে পারবেন জ্যাঠা!!
আমি কেন মারামারি করতে যাব?
মারামারি করবে তোমরা! আমি শুধু লাঠিটা এগিয়ে দেব!
তিনজনে ভূতনাথ নন্দীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়...

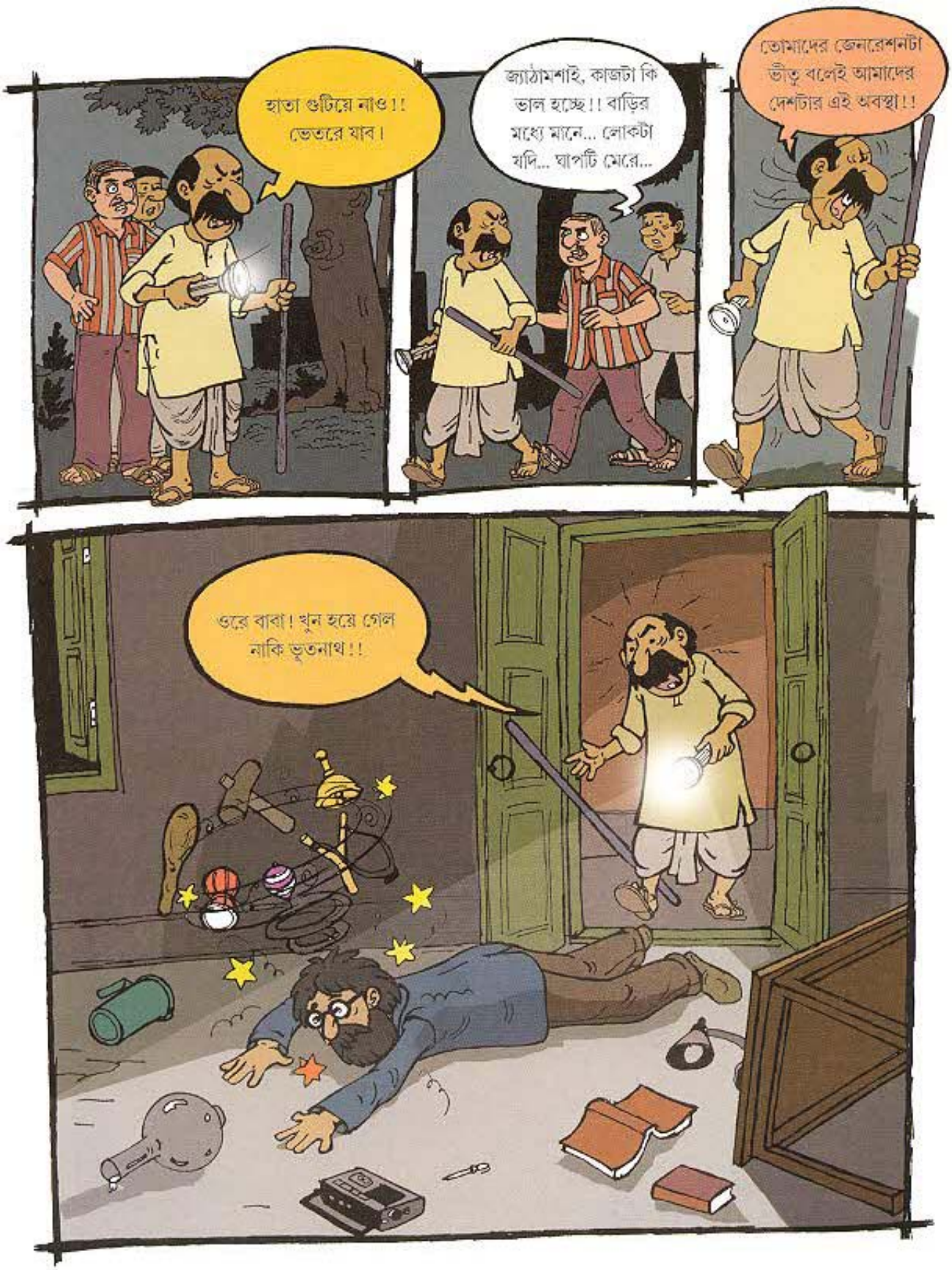
হাতা গুটিয়ে নাও!! ভেতরে যাব।
জ্যাঠামশাই, কাজটা কি ভাল হচ্ছে!! বাড়ির মধ্যে মানে... লোকটা যদি... ঘাপটি মেরে...
তোমাদের জেনারেশনটা ভীতু বলেই আমাদের দেশটার এই অবস্থা!!
ওরে বাবা! খুন হয়ে গেল নাকি ভূতনাথ!!

Bengalidownload.com

একী! বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছ! কে হে তুমি??
!
আগে বল্ তুই কে? অঘোর সেনের বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিস!!
অঘোর সেনের বাড়ি!! তাই!! কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে??
এটাই অঘোর সেনের বাড়ি! বুঝলি!?
এতো আচ্ছা আপদ! এক্ষুনি বেরোও বাড়ি থেকে!!
অনেক দূর থেকে আসছি! ইয়ার্কি ভাল্লাগছে না!
দুম্!
'সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুগুরের মতো কী একটা দিয়ে মাথায় মারল, ব্যস, তারপর সব অন্ধকার...।'
খটাস!
জানা গেল, হারুয়াকেও সে পেছন থেকে মেরে ঘায়েল করেছে!!
অঘোর সেনের খোঁজ যখন আরম্ভ হয়েছে ব্যাপারটা সহজে শেষ হবে না!!
অঘোর সেনের ব্যাপারে আপনি কী জানেন?
সে বৃত্তান্ত পরে শুনবে! এখন বাড়িটা পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে!!

গভীর রাত। সুবুদ্ধি আর তার ভাগ্নে ঘুমোচ্ছে।
ঘররররর্ ফোঁস্স্ ফোঁস্স্স্
অঘোরবাবু... আপনি কোথায়...
ঘরর্রর্
কে যেন ডাকলো মনে হচ্ছে...
কার্তিক, এই কার্তিক! ওঠ্ না! কার্তিক...
কে যেন কাকে ডাকছে! স্পষ্ট শুনেছি...
কেউ না! তোমার নাক ডাকছে...!
খানিক বাদে...
ফররর্রর্
অঘোরবাবু... ও অঘোরবাবু...

আরে, সত্যিই তো! কে যেন কাকে ডাকছে!
কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে মামাকে ঘুম থেকে তুলে জানাল সেও শুনেছে!
মনে হচ্ছে কেউ বিপদে পড়েছে! দেখতে হচ্ছে।
মামা, দাঁড়াও! যেও না!!
কী হল? বল!
হ্যাঁ গো, এটা ভূতের বাড়ি নয় তো!??
ধ্যাৎতেরি! ভূত! ভূত থাকলে এ বাড়ির অনেক দাম হত শুনলি না! নরহরিবাবু বললেন!!
পাড়াটা টহল দিয়ে আসি! তুই থাক!!
ওরে বোকা! মানুষই বিপদে পড়লে মানুষকে ডাকে!!

Bengalidownload.com

নির্ঘাত বাড়িতে চোর ঢুকেছে! সর্বনাশ!
টর্চটা নিভিয়ে দিলুম! এবার হাতেনাতে ধরব!
তুই এখানে থাক্!
সুবুদ্ধি ঘরের ভেতর লাঠি বাগিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল...
বাব্বা! এটা কেরে!? ভাঙা মেকেটার সামনে দাঁড়িয়ে কী সব বিড়বিড় করছে...
এটাই অঘোর সেনের বাড়ি?? এটাই কি??
আজ্ঞে না! এটা অঘোর সেনের বাড়ি নয়!!
কে তুই?
আমার নাম সুবুদ্ধি! তবে, সত্যি বলতে কি আপনার এভাবে বাড়িতে ঢোকাটা উচিত হয়নি...
গদাম্
চোর-ছ্যাঁচড়েই তো... ওফ্...

ওরে বাবা...
ধড়াস
গর্তের মধ্যে পড়ে সুবুদ্ধি সরষেফুল দেখল খানিকক্ষণ...
এদিকে বিশালাকায় আগন্তুক মাটি আর সিমেন্ট ভাঙা ফেলে গর্তটা প্রায় বুজিয়ে ফেলল...
খানিক বাদে সুবুদ্ধি ধাতস্থ হল...
ওঃ হো!! গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে মনে হচ্ছে!!

কতিক আড়াল থেকে দেখল একটা মস্ত লোক বাড়ির থামের গায়ে কীসব আঁকিবুকি কেটে চলে গেল!
খানিক বাদে...
ধ্যুৎ! এই নিয়ে তিন-তিনবার মাটি ধ্বসে পড়ে গেলাম
অঘোরবাবু, অঘোরবাবু.... আপনি কোথায় গেলেন??
!?
আরে!! ওটা কী??
চোরা কুঠুরি নাকি?? দেখতে হচ্ছে!!

চোরাকুঠুরিতে অশরীরী ছাড়া কারো তো থাকা সম্ভব নয়! তবে, এ কার কণ্ঠস্বর????!!
সুবুদ্ধি প্রাণপণে মাটি সরাতে লাগল!!
যা হয় হবে! এমনিতেও তো বেঁচে বেরোতে পারব কিনা জানি না!
টেনে দেখি, যা হয় হবে!
খড়্যাং
ধড়াম
ওহ্ কড়াশুদ্ধ খুলে এল!! মাথাটাও ঠুকে গেল! ঝিমঝিম করছে!
খানিক ইতস্তত করে সুবুদ্ধি কপাল ঠুকে কুঠুরিতে লাফ মারল...
ঘরটা নেহাত ছোটো নয় বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু... নাহ্... আলো না হলে কিস্যু বোঝা যাবে না...
হাতড়াতে হাতড়াতে সুবুদ্ধির হাতে দুটো পাথর ঠেকল....

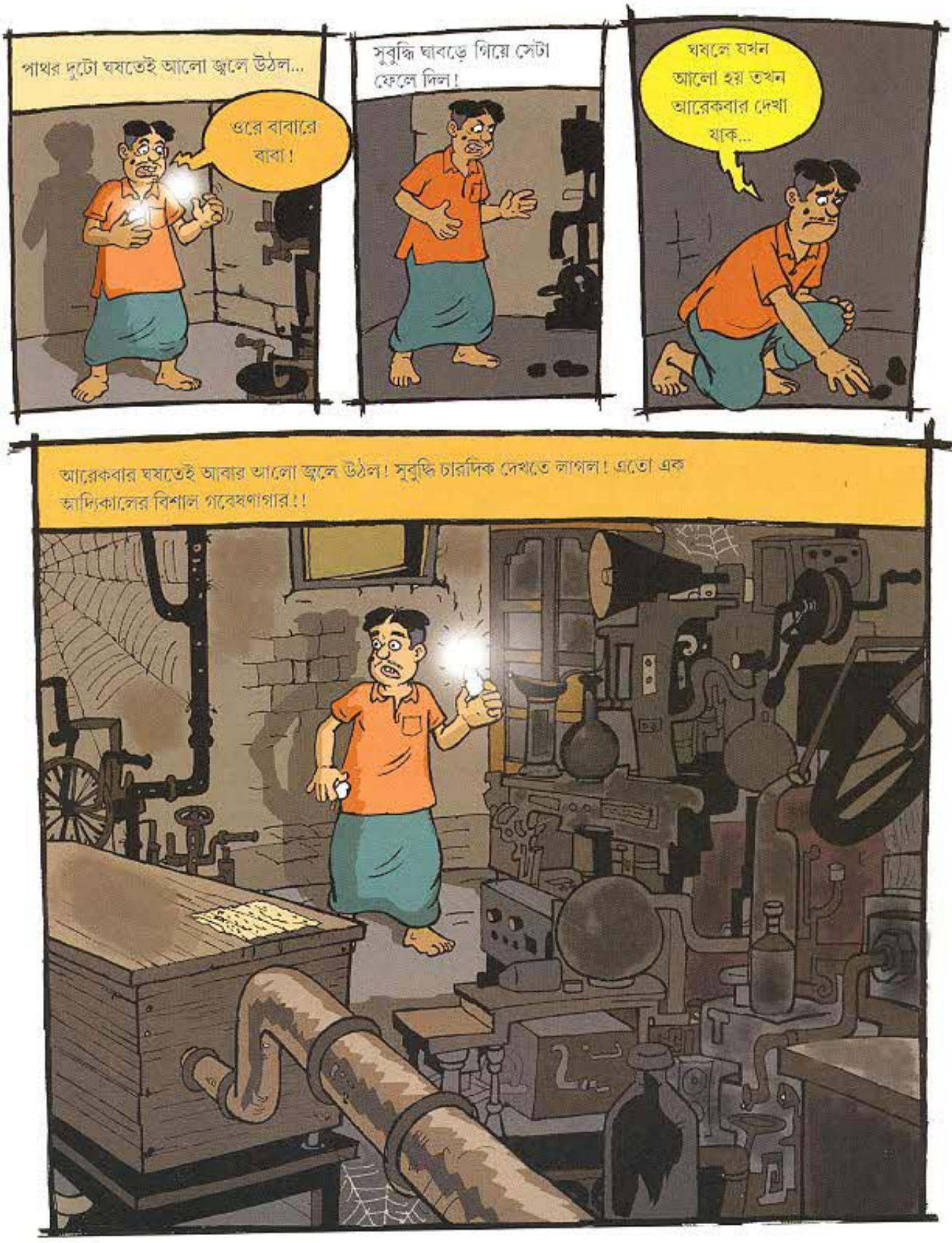
পাথর দুটো ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল...
ওরে বাবারে বাবা!
সুবুদ্ধি ঘাবড়ে গিয়ে সেটা ফেলে দিল!
ঘষলে যখন আলো হয় তখন আরেকবার দেখা যাক...
আরেকবার ঘষতেই আবার আলো জ্বলে উঠল! সুবুদ্ধি চারদিক দেখতে লাগল! এতো এক আদ্যিকালের বিশাল গবেষণাগার!!

আরে, একটা প্রদীপ!!
বোতলে কী? তেল? প্রদীপটা জ্বলবে এটাতে? দেখি...
সুবুদ্ধির আন্দাজ মিথ্যে ছিল না।
বড়ো বড়ো সব কাঠের বাক্স!!
!?
অঘোরবাবু, আপনি কোথায় গেলেন??
খানিক বাদে, একটু ধাতস্থ হবার পর...
মনে হচ্ছে কাঠের বাক্সগুলো থেকে শব্দ আসছে!!
বাক্সের গায়ে লেবেল আটকানো!
ইহা শ্বাস নিয়ামক যন্ত্র। বাক্সটি খুলিবেন না। তাহাতে যন্ত্র বিকল হইবার সম্ভাবনা।

এই ব্যক্তির নাম সনাতন বিশ্বাস, অদ্য ১৮৪৫ খ্রিস্ট অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে ইহার বয়স আঠাশ বৎসর হইবেক। সনাতন অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তাহার অখ্যাতি বিশেষ রকমের প্রবল। আমার গবেষনার জন্য ইহাকেই বাছিয়া লইয়াছি। সনাতনকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিলে গ্রামের মানুষ ঘাঁক ছাড়িয়া বাঁচিবে। সনাতন অবশ্য সহজে ধরা দেয় নাই। কৌশল অবলম্বন ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। যে গভীর নিদ্রায় তাহাকে অভিভূত করা হইয়াছে তাহা সহজে ভাঙিবার নহে। যুগের পর যুগ কাটিয়া যাইবে, তবু নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

সনাতনের শ্বাসক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের মাত্রা অতিশয় হ্রাস করা হইয়াছে। ফলে তাহার শরীরে শোণিত চলাচল মন্দীভূত হইবে এবং ক্ষয় এক প্রকার হইবেই না। এ ব্যাপারে আমি ছিক সাহেবের পরামর্শ লইয়াছি। অমৃতবিন্দুর সঞ্চার যদি অব্যাহত থাকে, তবে ইহার প্রাণনাশের কোনো আশঙ্কা নাই। ভবিষ্যতের মনুষ্য, যদি সনাতনের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তড়িঘড়ি করিবেন না। বাক্সটির পাশেই ইহা খুলিবার একটি চাবি পাইবেন। বাক্সটি খুব সন্তর্পণে খুলিবেন। সনাতনকে কী অবস্থায় দেখিতে পাইবেন তাহা অনুমানের বিষয়। আমি সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারব না। তাহার গায়ে একটি সবুজ প্রলেপ মাখানো আছে। মুখে ও নাকে নল দেখিবেন।

সনাতনের শিয়রে একটি শিশিতে তরল পদার্থ রাখা আছে। শত বা শতাধিক বৎসর পরে তাহা হয়ত কঠিন আকার ধারন করিবে। শিশিটি আগুনের উপর ধরিলেই তাহা তারল্য প্রাপ্ত হইবে। সনাতনকে হাঁ করাইয়া এই শিশি থেকে সামান্য তরল পদার্থ উপায় মুখে ঢালিয়া দিবেন। তৎপর নাকের ও মুখের নল খুলিয়া দিবেন। অনুমান করি, সনাতন অতঃপর চক্ষু মেলিবে।

মহাশয়, সনাতন অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া কি আকার ও প্রকার ধারণ করিবে তাহা আমার অনুমানের অতীত। তবে, তাহাকে যে সকল প্রলোভন দেখাইয়াছি তাহার ফলে সে যে আমার অনুসন্ধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমি তখন পরলোকে। সনাতনের বাহানা আপনাদেরই সামলাইতে হইবে।

আমি শ্রী অঘোর সেন সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এই বিবরণ দাখিল করিলাম।

Bengalidownload.com

ক্রমশ....
অঘোর সেনের লেখা অনুযায়ী এই ওষুধেই ওঁর ঘুম ভাঙবে!! দেখা যাক!
অঘোর সেনের লেখা অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করতেই সনাতন বিশ্বাস চোখ মেলল! সুবুদ্ধিকে দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠে বসল...
অঘোরবাবু আপনি কোথায়?? অঘোরবাবু....
ওর মুখের নলটা নিশ্চয় ওপর পর্যন্ত গেছে। তাই ওর ডাক আমি আর কার্তিক শুনেছিলাম।
হ্যাঁ, তাই তো.... ওফ্ একী??
অনেক বছর ঘুমিয়ে লোকটার সব ওলিয়ে গেছে!
ওরে বাবা, ভূত নাকি?? গাম্, গাম্, গাম্!!
আজ্ঞে গাম্ নয় রাম হবে!!

একী! জামাটা ছিঁড়ে গেল!!
দেড়শো বছরের পুরোনো জামা তো! পচে গেছে!
কি? দেড়শো বছরের পুরোনো জামা?? মশকরা হচ্ছে আমার সঙ্গে??
আজ্ঞে, অঘোর সেনও বহুকাল হল মারা গেছেন!!
গেল হাটবারে দু-আনা দিয়ে কিনলুম জামাখানা, বুঝেছো??
আজ্ঞে দু'আনা?? সেকি? দু'আনা তো বাজার থেকে উঠে গেছে!!
চোপ অঘোরবাবুকে ডাক্ শিগগির...
মারা গেছে!!?? না আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার ভয়ে পালিয়েছে!!
সকালবেলা বলল ওর কথামতো ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে পাঁচ হাজার টাকা দেবে...
সেই কোন্ সকালে ঘুমিয়েছি... ওফ্, আচ্ছা এখন রাত হয়ে গেছে... না??

হ্যাঁ, এখন রাত্তির! তবে, মাঝখানে দেড়শো বছর চলে গেছে!
কীসের দেড়শো বছর রে পাজি? দাঁড়া, এখান থেকে আগে বেরোই...
ওরে বাবা একী!! পায়ে কোনো জোর পাচ্ছি না!!
অনেকক্ষণ চেষ্টায় সনাতন বিশ্বাস উঠে দাঁড়াল...
দড়শো বছর ান করেনি! য়ে কী বিচ্ছিরি ধ্বরে বাবা...
অঘোর বাবুকে খবর দাও! এক্ষুনি...
অঘোর সেনের খপ্পরে পড়লেন কী করে?
কী করে আবার! টাকার জন্যে!! পাগলা বিজ্ঞানীটা বলল কী একটা ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে পাঁচ হাজার টাকা দেবে!!
চৌধুরীদের লম্বা-চওড়া কথা এবার একটু কমবে! কী বল!
তাহলে জলার ধারের জমিটা কিনতে পারব! তখন আমার সম্পত্তি চৌধুরী জমিদারের সমান সমান হবে।
আজ্ঞে, সেই জলাও নেই, আর জমিদারও নেই!!
মানে?? কী হেঁয়ালি করছিসরে??

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে! আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো! হিক সাহেব বলে কাউকে চেনেন??
বিলক্ষণ চিনি! বিশাল চেহারা তার!
সে যখন আসত তখন উড়ন্ত ঢাকনার মতো কী একটা নন্দপুরের পেছনের জঙ্গলে নামত।
তাহলে ওই মস্ত বড়ো চেহারার লোকটার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে!?
চলুন। ওপরে ওঠা যাক! আমার ভাগ্নেটা একা রয়েছে!
অনেক কসরত করে যখন সুবুদ্ধি সনাতনবাবুকে নিয়ে পাতালঘর থেকে বেরোল তখন রাত কেটে গেছে...
একী! বাড়িটার এমন হতশ্রী দশা হল কী করে??
উত্তেজিত হবেন না! বারান্দায় খোলা হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিন!
মুখ-হাত ধুয়ে সনাতন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন...
ওরে বাবা! ওটা কী?
ওটা কী!! গাড়ি???
অঘোরবাবুর তৈরি করা জিনিস বলে মনে হচ্ছে...
চারিদিক কীরকম বদলে গেছে!!
ওটাকে বলে স্কুটার!! ভায়া নতুন মনে হচ্ছে!!!

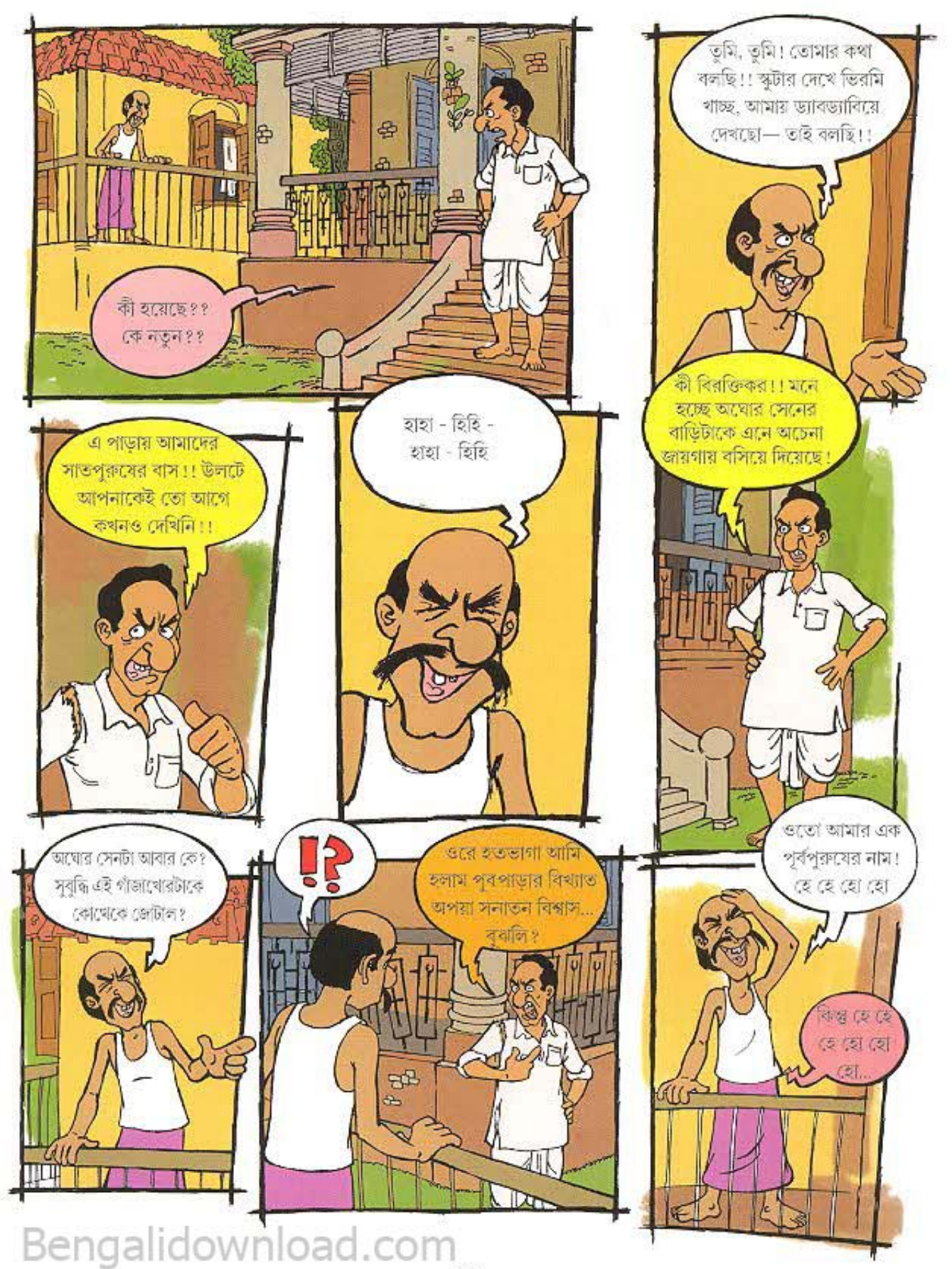

Bengalidownload.com

ওহে, তোমার সারা দিনটা আজ নষ্ট। দিনের শুরুতে আমার মুখ দেখে ফেলেছো! হে হে!
পূর্বপুরুষ কি উত্তরপুরুষ সব টের পাবি। আমার বাবার নাম হরকালী বিশ্বাস! আমার মুখ...
এই মরেচে!!
আরে যা যা! আমার মুখ দেখেছিস বলে তোর এক সপ্তাহ বরবাদ হয়ে যাবে!
শিগগির ভেতরে আসুন!!
অদ্ভুত টাইপের পাগল! আমার বংশতালিকা মুখস্থ বলছে!! কী কাণ্ড!
আর তোর মাথায় জলবিছুটি মাখাবো রে হতচ্ছাড়া!!!
উত্তেজিত হবেন না! প্লিজ!!
সুবুদ্ধি, ওর মাথায় বরফ দাও!!
বলেকিনা সনাতন বিশ্বাস ওর পূর্বপুরুষ! তাহলে আমি কে?!
বটেই তো! বটেই তো!
একটা কথা বলব?!... মানে... আপনি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না!!
কী বলতে চাও বলো!! ঘুম থেকে উঠে ইস্তক আমার সব গুলিয়ে গেছে!! মানুষ, পোশাক-আশাক সবই কীরকম বদলে গেছে!!

খানিক বাদে সুবুদ্ধি সনাতন বিশ্বাসকে তাঁর দেড়শো বছরের টানা ঘুমের কথা বিস্তারিতভাবে জানাল। শুনে তাঁর মুখটা এমন হাঁ হল যে আস্ত বেড়াল ঢুকে যাবে।

ছেলে, বউ, বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা কেউই আর বেঁচে নেই শুনে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন তিনি.....

কোথায় চলে গেল সব! হায় হায়!

আজ্ঞে, সব বুড়ো বয়েসেই গেছেন! কাঁদবেন না প্লিজ। আর অভয় দেন তো একটা কথা বলি!!

অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস আপনারই বংশধর! কথা শুনে বুঝলেন না??

তাই নাকি! জানো তো ছোঁড়াটাকে! আহা! কত শাপ-শাপান্তই করলাম রাগের মাথায়!!

শোনো, পরপর দুটো অপয়ার মুখ দেখলে দোষ কেটে যায়! আমি ওর চেয়ে অনেক বড়ো অপয়া...

ডেকে আনছি!! কিন্তু... মানে... অপয়া...

লোকটা বলে কী!! সনাতন বিশ্বাস আমার পূর্বপুরুষ। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি উনি এত খারাপ ধরনের অপয়া ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত খুন হয়ে যান!

লাশটা অবধি পাওয়া যায়নি! সেসব ইংরেজ আমলের কথা!!

সুবুদ্ধির কাছে সব শুনে গোবিন্দ বিশ্বাস দৌড়ে এল দেখা করতে। সনাতন বিশ্বাস তাঁর বংশধরকে দেখে এবার গদগদ হয়ে বুকে টেনে নিলেন।

আপনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদা!

আহা! মুখখানা একদম আমার ছোটোছেলের মতো!

খানিক বাদে...
যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি! সাহেবরা চলে গেছে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে কবে অথচ, আমি ঘুমোচ্ছিলাম!!
ভাবছি, আমিও সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে চলে যাব! না হ'লে তোর পসার নষ্ট হয়ে যাবে!! কারণ, দু'টো অপয়ার মুখ দেখলে দোষ কেটে যায়।
দরজা খুলে ঢুকলেন সমাজ মিত্তির আর দ্বিজপদ...
না না, কোথাও যাওয়া হবে না!
সুবুদ্ধির কাছে সব শুনেছি!!
দেড়শো বছর ঘুমিয়ে আপনি আমাদের জাতির গর্ব! অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো!
ওহো! আপনি তো ঘুমোতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে! আর উঠলেন উনি মারা যাবার অনেক পরে!!
শুনন, একটা কথা বলা হয়নি! একটা অতিকায় দানব টাইপের লোক অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে! আর লোকজনকে ধরে ধরে বেদম পেটাচ্ছে!
রবীন্দ্রনাথ!?? সেটা আবার কে??
জানি তো! আমাকে তো ঐ লোকটাই ছুঁড়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল!
এমন সময় ভূতনাথ নন্দীর প্রবেশ....
আরে,ওই তো ভূতনাথবাবু এসে গেছেন!
ভূতনাথ এই ব্যাপারেই গবেষণা করছে। দানবটা কাল রাতে ওকেও পিটিয়েছে!
ফিরিঙ্গিদের মতো পোশাক পরেছে! ছিঃ!
১৮৬০ সাল নাগাদ একটা বিদেশী জার্নালে অঘোর সেন সম্পর্কে আর্টিকেল বেরিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, নন্দপুরে অত্যাশ্চর্য উপায়ে একজনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে! সেই আর্টিকেলটা রিপ্রিন্ট হয়েছে। সেটা পড়েই আমি নন্দপুরে আসি।
ভূত গবেষণার নাম করে পুরোনো বাড়ি-গুলোতে অনুসন্ধান করছিলাম।

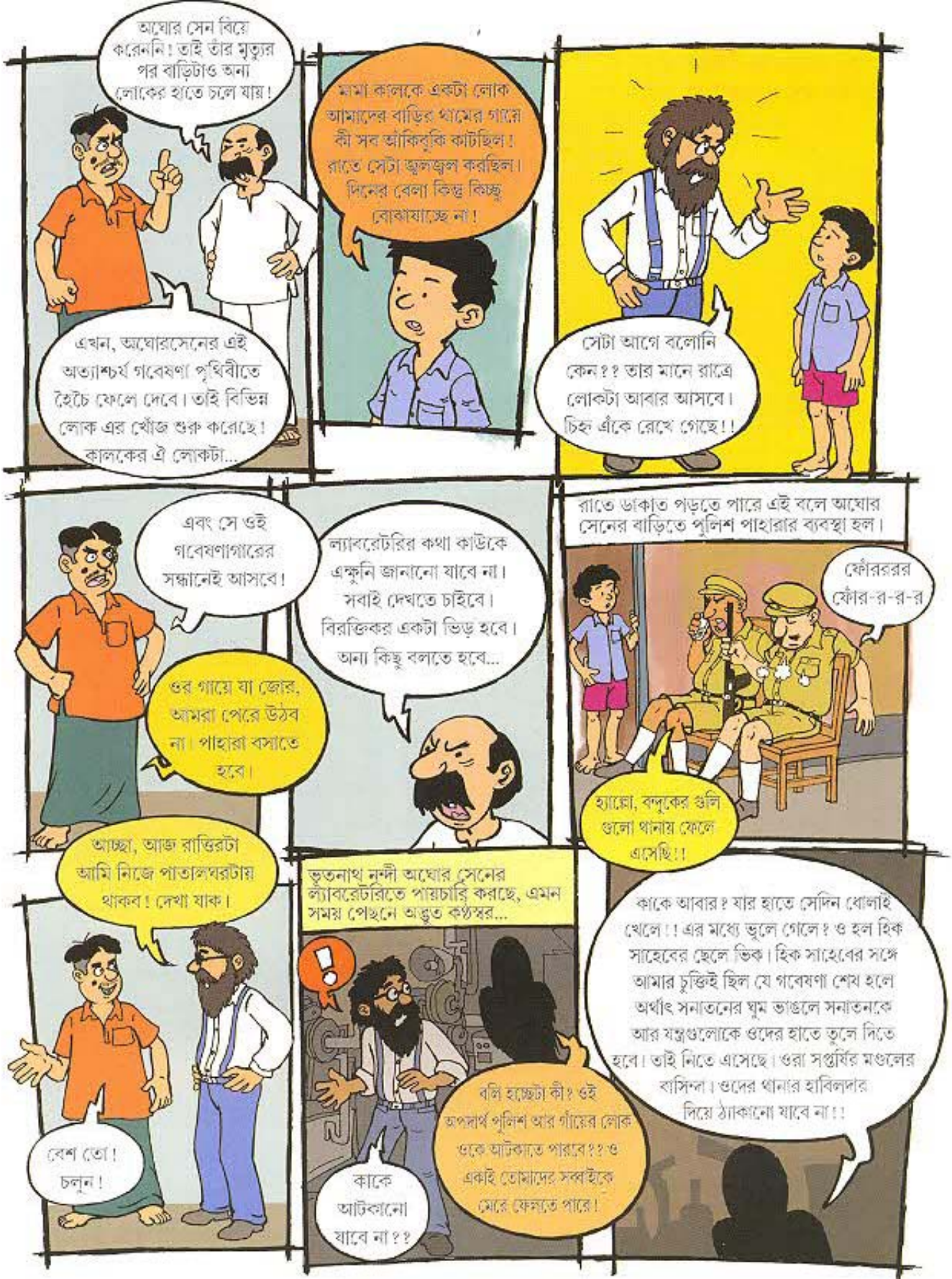
অঘোর সেন বিয়ে করেননি! তাই তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটাও অন্য লোকের হাতে চলে যায়!
এখন, অঘোরসেনের এই অত্যাশ্চর্য গবেষণা পৃথিবীতে হৈচৈ ফেলে দেবে। তাই বিভিন্ন লোক এর খোঁজ শুরু করেছে! কালকের ঐ লোকটা...
মামা কালকে একটা লোক আমাদের বাড়ির থামের গায়ে কী সব আঁকিবুকি কাটছিল! রাতে সেটা জ্বলজ্বল করছিল। দিনের বেলা কিন্তু কিচ্ছু বোঝাযাচ্ছে না!
সেটা আগে বলোনি কেন?? তার মানে রাত্রে লোকটা আবার আসবে। চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে!!
এবং সে ওই গবেষণাগারের সন্ধানেই আসবে!
ওর গায়ে যা জোর, আমরা পেরে উঠব না। পাহারা বসাতে হবে।
ল্যাবরেটরির কথা কাউকে এক্ষুনি জানানো যাবে না। সবাই দেখতে চাইবে। বিরক্তিকর একটা ভিড় হবে। অন্য কিছু বলতে হবে...
রাতে ডাকাত পড়তে পারে এই বলে অঘোর সেনের বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হল।
ফোঁররর ফোঁর-র-র-র
হ্যাল্লো, বন্দুকের গুলি গুলো থানায় ফেলে এসেছি!!
আচ্ছা, আজ রাত্তিরটা আমি নিজে পাতালঘরটায় থাকব! দেখা যাক।
বেশ তো! চলুন!
ভূতনাথ নন্দী অঘোর সেনের ল্যাবরেটরিতে পায়চারি করছে, এমন সময় পেছনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর...
!
কাকে আটকানো যাবে না??
বলি হচ্ছেটা কী? ওই অপদার্থ পুলিশ আর গাঁয়ের লোক ওকে আটকাতে পারবে?? ও একাই তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারে!
কাকে আবার? যার হাতে সেদিন ধোলাই খেলে!! এর মধ্যে ভুলে গেলে? ও হল হিক সাহেবের ছেলে ভিক। হিক সাহেবের সঙ্গে আমার চুক্তিই ছিল যে গবেষণা শেষ হলে অর্থাৎ সনাতনের ঘুম ভাঙলে সনাতনকে আর যন্ত্রগুলোকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাই নিতে এসেছে। ওরা সপ্তর্ষির মণ্ডলের বাসিন্দা। ওদের থানার হাবিলদার দিয়ে ঠেকানো যাবে না!!

Bengalidownload.com

Bengalidownload.com